মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ-এর নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা আমাদের প্রিয় ও গর্বের শহর। ঢাকা শহরের রয়েছে এক বিশাল ঐতিহ্য এবং গৌরবময় ইতিহাস। প্রায় চারশত বছর পূর্বে মোগল আমলে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। অনেক ঘটনা বহুল উত্থান-পতনের পর ঢাকা এখন স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজধানী। দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৪৪ বছর। ৪৪ বছরের মধ্যে ঢাকা সিটিতে অনেক চেয়ারম্যান, প্রশাসক ও মেয়রগণ আসীন ছিলেন। বিভিন্ন উন্নয়ন ও কাম্যমানের নাগরিক সুবিধা প্রদানের কথা বলে ঢাকা সিটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সরকার নিয়োগ দিয়েছেন জনপ্রতিনিধির পরিবর্তে দু'জন সরকারী কর্মকর্তাকে। নাগরিকগণ একান্ত আশাবাদী ছিলেন, সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাগণ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তিতে সিটি কর্পোরেশনের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হবে, কিন্তু সে আশা দূরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। ইতিপূর্বে নির্বাচিত মেয়রগণ সিটির উন্নয়নের জন্য, সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য বারংবার সিটির জনগণের সাথে মুখরোচক বহু ওয়াদা দিয়েছেন। কেউ ঢাকাকে তিলোত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ওয়াদা করেছেন, কেউবা মেগাসিটিতে উন্নীত করার কথা বলেছেন। কেউ আবার বিশ্বমানের মহানগরী গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কেউ আধুনিক ডিজিটাল মহানগরী গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

প্রিয় মহানগরবাসী,
আমরা দেখতে পাই বিগত মেয়রগনের দেয়া সকল ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, দেখানো সকল স্বপ্ন ও ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অকার্যকর ও অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকা আজ বসবাসের অনুপোযোগী একটি সিটিতে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্বের নোংরা ও পরিবেশ দূষণ সিটিগুলোর তালিকায় ঢাকা সিটির নাম উঠেছে। ঢাকা সিটিতে বসবাসরত অনেকের মুখে আক্ষেপ ও দু:খের কথা শুনা যায়। তাঁরা বলেন, চাকুরী বা ব্যবসা না থাকলে ঢাকায় থাকতাম না। বাধ্য হয়েই ঢাকায় থাকতে হচ্ছে। মনে চায় ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যাই। ঢাকায় থাকতে আর মনে চায় না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শত অভিযোগ তুলে তাঁরা বলেন, ঢাকায় জনদূর্ভোগ খুব মারাত্মক, স্বাস্থ্য টিকে না। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ দূষণ, যানজট, ধুলা-বালু, বিশুদ্ধ পানির মারাত্মক সঙ্কট, অপ্রতুল পানি সরবরাহ, অনেক সময় সাপ্লাইকৃত পানি মুখে নেয়া যায় না, নিত্য ব্যবহার্য কাজ-কর্মে পানি ব্যবহার করা যায় না, পানি দিয়ে দূর্গন্ধ আসে, রোগ-ব্যাধির আধিক্য, ঠিকমত গ্যাস সরবরাহ থাকে না এছাড়া জলাবদ্ধতা, মশার উপদ্রব, খাবারে মারাত্মক ভেজাল, হাইজ্যাক-ছিনতাই, মাদকদ্রব্যের অবাধ ছড়াছড়ি, জান-মালের নিরাপত্তার মারাত্মক হুমকী, শিক্ষার পরিবেশ সঙ্কট, যানজটের কারণে কোন কাজই ঠিকভাবে করা যায় না, গন্তব্যে ঠিক মত পৌঁছা যায় না। এছাড়াও মানব জীবনে হতাশা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নিত্য নৈমত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানীর বাহির থেকে কোন ব্যক্তি ঢাকা সিটিতে কাজে আসলে পরিবেশগত কারণে যথাসম্ভব ঢাকা থেকে দ্রুত চলে যান। এ হলো ঢাকা সিটির বাস্তব বেদনাময় করুন আংশিক চিত্র।

প্রিয় সিটি কর্পোরেশনবাসী,
ঢাকা আজ বসবাসের পরিবেশ হারিয়ে যেতে চলেছে, ঢাকার জৌলুস ও ঐতিহ্য ম্লান হতে চলেছে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা আজ মারাত্মক হুমকীর মুখে। এ চরম দূরাবস্থার কারণ এবং এর সমাধান আমাদের উদঘাটন করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা বাজেট হওয়া সত্ত্বেও সিটি কর্পোরেশনে কাংখিত মানের উন্নয়ন হল না কেন? বসবাসোপযোগী ঢাকা কেন হল না। কাম্যমনের নাগরিক সুবিধা কেন নিশ্চিত হল না? এ জিজ্ঞাসা সকল নাগরিকের। বারংবার মূখরোচক স্লোগানের ধোঁকায় আমরা আর কতবার নিপতিত হব। এথেকে আমাদের সরে আসতে হবে।

প্রিয় সিটিবাসী,
ঢাকা নগরীর দুরাবস্থার জন্য কারা দায়ী; এ গোষ্ঠিকে চিহ্নিত করতে হবে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ঢাকা সিটির উন্নয়নের পথে, অগ্রযাত্রার পথে যারা বারবার ছোবল মারে তাদেরকে ভোটের মাধ্যমে বয়কট করতে হবে। ঢাকা সিটির এ দূরাবস্থার জন্য মূল কারণ হল- দুর্নীতি, টেন্ডারবাজী, অপরিকল্পিত কর্মকান্ড ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ক্ষমতাসীন দলের অশুভ প্রভাব-প্রতিপত্তি। এ কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড টেকসই হয় না। সিটি কর্পোরেশন আজ একটি অশুভ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির সিন্ডিকেটে পরিনত হয়েছে। তা না হলে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা সিটির এ করুন দশা হতে পারে না। এ সিন্ডিকেটের কারনেই ঢাকা সিটি আজ বিশ্বের অন্যতম মানব বসবাসের অনুপযোগী সিটিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য সিটির তুলনায় ঢাকা সিটির পরিবেশ দুষণের সূচক অনেক উর্ধে। ঐতিহ্যবাহী-গৌরবময় ঢাকা আজ অনেকটা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,
আপনারা যদি সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে চান, শান্তি-সুখে থাকতে চান, তাহলে এ অশুভ কায়েমী স্বার্থবাদী সিন্ডিকেটকে অবশ্যই ভাংতে হবে। নোংরা রাজনীতির প্রভাব-দৌরাত্ম থেকে ঢাকা সিটিকে রক্ষা করতে হবে। জনজীবনে স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। নগরকে বসবাসোপযোগী শান্তির নগরীতে পরিনত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের। দরকার ব্যাপক সংস্কারের। প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগের। প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বের।

প্রিয় ঢাকাবাসী,
সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে এর অনেক তিক্ত মাশূল আমাদের দিতে হবে। নতুন প্রজন্ম অনেক হুমকীর মুখে পড়বে। জনজীবনে আরো মারাত্মক অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসবে। জনজীবন যে কতো দূর্বিসহ হয়ে ওঠবে যা কল্পনাও করা যায় না। কোন বুদ্ধিমান এক গর্তে দু;বার পড়ে না; অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান একই ভূল দ'বার করে না। এ দূরাবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য এদেশের শান্তিকামী ও মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে 'সম্মিলিত নগর উন্নয়ন আন্দোলন'। সম্মিলিত নগর উন্নয়ন আন্দোলন এবং আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে আমি শেখ ফজলে বারী মাসউদ মেয়র পদে কমলালেবু মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।

প্রিয় সিটিবাসী,
আমাদের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে, পরিবর্তন ঘটাতে হবে সিটির সমগ্র কর্মকান্ডে, পরিবর্তন ঘটাতে হবে নীতি ও নেতৃত্বের, সংস্কার ও সংশোধনী আনতে হবে নাগরিক সেবা প্রদানের বিধিমালায়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, টেন্ডারবাজী ও টেন্ডারগুছের অশুভপ্রবনতা থেকে সিটি কর্পোরেশনকে মুক্ত রাখতে হবে। উন্নয়নের নামে নিম্নমানের কাজ কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না।
এ নির্বাচন উপলক্ষ্যে 'সম্মিলিত নগর উন্নয়ন আন্দোলন' নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করছে। নগরবাসীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য যতগুলো সংস্থা গড়ে ওঠেছে তার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন থেকে জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ ও কাম্যমানের উন্নয়ন নির্ভর করে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সততা, যোগ্যতা ও তাঁদের

গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও ক্ষমতাসীন সরকারের সহযোগীতার ওপর। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সততা, যোগ্যতা ও তাঁদের গৃহীত নীতিসমূহ এবং সরকারের সহযোগীতা যত উন্নত হবে জনগণের কল্যাণ ও নগরীর উন্নয়নও তত

উন্নত হবে। পক্ষান্তরে নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরগণ যদি সৎ ও যোগ্য না হন এবং সরকারের সহযোগীতা কাঙ্খিতমানের না থাকে, তাহলে তাঁদের নির্বাচনী ওয়াদা ফাঁকাবুলি ও ধোকাবাজিতে পরিণত হবে। তাঁদের থেকে নাগরিকের প্রকৃত কোনো কল্যাণ ও নগর উন্নয়নের কোন আশা করা যায় না। এ বাস্তবতা সামনে রেখেই সম্মিলিত নগর উন্নয়ন আন্দোলন-এর পক্ষে আমি ৩০ দফা কর্মসূচি সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করছি এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি, নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সকলের সহযোগীতা নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে একটি উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শান্তির নগরী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

http://www.shomoybarta24.net/2015/04/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5/#sthash.yh1JSlwA.dpuf